পোড়া-যদু ঃ

পোড়া-যদু এ উপন্যাসে কুৎসিত ঘৃণ্য চরিত্র। আগুনে পুড়ে মুখখানাও তার কুৎসিত। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে, নারীর সতীত্ব নষ্ট

করে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, পোড়া-যদু তাদেরই একজন। প্রতিদানে তারা হয়তো কিছু দেয়। কিন্তু তারা যা নষ্ট করে তার মূল্য তাদের দানের চেয়ে অনেক বেশি। তাই সকলের কাছেই তারা নিন্দিত। এই একই মাপকাঠিতে বিচার করে পোড়া-যদু সম্বন্ধেও আমরা শেষ কথা বলতে পারতাম।

কিন্তু মানবদরদী বিভূতিভূষণের সৃষ্টি যেন বিধাতার সৃষ্টির মতই—একটুও গুণ নেই, সবই দোষ, এমনটা কোথাও নেই। ঠিকেদার পোড়া-যদু কাপালী-বৌয়ের সঙ্গে আসঙ্গ লিপ্সায় মত্ত হয়েছে, তার সতীত্বনাশ করেছে, কিন্তু প্রাণধারণের জন্য এই দুর্ভিক্ষের বাজারে সে আধপালি চালও তো তাকে দিয়েছে! একেবারে বঞ্চিত করেনি।

এছাড়া গ্রাম ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাপালী-বৌ যখন পোড়া-যদুকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন যদু-পোড়া ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে—'না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।' তবু কাপালী-বৌ হন্ হন্ করে চলে গেল। তখন যদু-পোড়া চিৎকার করে বলেছে—'শুনে যাও, একটা কথা আছে—'

এরপর মনে হয় না যে, পোড়া-যদু শুধু জৈব তাগিদেই বারবার কাপালী-বৌকে ডেকেছে; মনে হয় এই স্বামীপরিত্যক্তা অনাহারক্লিষ্ট মেয়েটির জন্য তার মনের কোণে কোথায় যেন একটু দরদও সঞ্চিত হয়ে থাকবে। কাপালী-বৌকে সে গাড়ি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

আর বিভূতিভূষণের শৈল্পিক সংযম—অদ্ভুত! অবৈধ প্রণয়, কিন্তু কোথাও কোন অশ্লীল দৃশ্য নেই, অশ্লীল ভাষা নেই। এটাই তাঁর প্রেমের আদর্শ। এখানেই তিনি মহোত্তম।